দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

22

009

শিক্ষাঙ্গন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছরই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা যাচাই করা হয়। কিন্তু এই মেধা যাচাই পদ্ধতি কতটুকুন সঠিক ও বাস্তবসম্মত তা অনেকের ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র 'ঘ' ইউনিট ব্যতীত ক, খ ও গ ইউনিটের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী শুধুমাত্র পঠিত অথবা ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের উপর প্রশ্ন করা হয়। যার প্রতিটি প্রশ্নই হলো রচনামূলক এবং কিঞ্চিত চিন্তামূলক। সংগত কারণেই আমাদের ভাবতেও অবাক লাগে, যেখানে বর্তমান সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে কুইজ টাইপ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসহ নানা ধরনের উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছেন— সে ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর প্রচলিত ভর্তি পরীক্ষা নিঃসন্দেহে সেকেলে পদ্ধতিরই একটি উদাহরণ। বলা বাহুল্য রাজশাহী, চট্টগরাম, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে মোট নম্বরের ৩০% থেকে ৭০% পর্যন্ত সাধারণ জ্ঞান, বাংলা, ইংরেজী ও ভৌগলিক বিষয় সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নকলপ্রবণতা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়। কেননা, ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য পুস্তক এবং চলমান বিশ্বের খুঁটিনাটি সব কিছুই শিখে রাখার প্রয়োজন অনুভব করে এবং নকলের প্রতি নির্ভর করতে ভয় পায়। তবুও বরাবরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই দিকটা বিবেচনা করছে না। আমাদের প্রশ্ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এহেন বস্তুনিষ্ঠ এবং যুক্তিনির্ভর দিকটা পাশ কেটে যাচ্ছে কেন?

বর্তমান ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রকৃত মেধা যাচাই তো দূরের কথা; বরং, নানাভাবে তার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নকল করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে কোন ছাত্র যদি ভর্তি পরীক্ষা কোনরূপে পাস করে এবং মেধা স্কোরে সে অর্জিত নম্বরের বলে কোন বিষয়ে পড়ার সুযোগ পায়, সত্যিই এমনও দেখা যায় যে, আসলে তার প্রাপ্য বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বে মোটেও পড়াশোনা নেই। যেমন— ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন ইত্যাদি। আর তাই ভর্তি সংক্রান্ত ত্রুটিগুলো পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিজনিত কারণেই ঘটে থাকে। কেননা, এই পরীক্ষা পদ্ধতি কোন প্রকারেই প্রকৃত মেধা যাচাইকে সঠিক বলে নিশ্চিত করতে পারে না। কারণ, রচনামূলক ও চিন্তামূলক প্রশ্নোত্তরে নম্বর বণ্টন সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষকের সন্তুষ্টি, চিন্তা-ভাবনা, দর্শন ও মানসিকতার উপর নির্ভর করে। তাই, নম্বরের বিভিন্নতা ঘটা স্বাভাবিক। এছাড়াও প্রশ্নোত্তরের উপস্থাপন ও কথন রীতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু এক কথায় জবাব দেয়া, শূন্যস্থান পূরণ, ব্যাকরণভিত্তিক প্রশ্ন (ইংরেজী ও বাংলা), সাধারণ জ্ঞান, ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রশ্ন পদ্ধতি উপরোক্ত অনেক ত্রুটির বিচ্যুতি ঘটাতে পারে।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলোর দিক বিবেচনা করে মেডিকেল কলেজগুলোও পরীক্ষা পদ্ধতি ঢালাওভাবে নতুন করে সাজিয়েছে।

সব শেষে আমাদের বক্তব্য হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় পূর্বের সেকেলে পদ্ধতি বাতিল করে যুগোপযোগী তথা পঠিত বিষয়সমূহ ছাড়াও ইংরেজী, বাংলা, সাধারণ জ্ঞান, চলমান বিশ্ব ও সাম্প্রতিক বিশ্ব সম্পর্কিত ছোট বড় এবং চিন্তামূলক প্রশ্নের সমন্বয়ে প্রশ্ন করা উচিত। এতে একদিকে যেমন আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে, অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পঠিত তথা পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রাণিত করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার সঠিক উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

—মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী